কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়
আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ
http://dae.araihazar.narayanganj.gov.bd

স্মারক নং: ৯০৮ তারিখ: ১৫/০৩/২০২৩ খ্রি:

বিষয়: কালবৈশাখী ঝড় ও বৃষ্টিপাতের জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ ।

সূত্র:

১। ১৪ মার্চ ২০২৩ খ্রি. তারিখে প্রকল্প পরিচালক, কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প, ডিএই খামারবাড়ি, ঢাকা পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক।

২। পরিচালক, সরেজমিন উইং, ডিএই খামারবাড়ি, ঢাকা মহোদয়ের কার্যালয়ের স্মারক নং: ১২.১০.০০০০.০০৪.১৭.০৫৪.১২/৩৩৮৪(১৮) তারিখ: ১৪/০৩/২০২৩ খ্রি.।

৩। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ মহোদয়ের কার্যালয়ের স্মারক নং: ১২.১৭.৬৭০০.০৪১.১৭.০১৮.২২-(৩২৫) তারিখ: ১৫/০৩/২০২৩ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আগামী ১৭ থেকে ২২ মার্চ বাংলাদেশের সকল জেলায় হালকা থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সময়ে কোথাও কোথাও কালবৈশাখী ঝড় হতে পারে। আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ সাপেক্ষে সূত্রোল্লেখ পত্র সমূহের পরামর্শ যথাযথভাবে পালনের জন্য অনুরোধ করা হলে।

বিষয়টি অতিব জরুরী।

সংযুক্ত: বর্ণনা মতে- ০৩ (তিন) ফর্দ।

উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা (সকল)
অত্র দপ্তর।

১৫.৩.২৩
(মাহমুদুল হাসান ফারুকী)
উপজেলা কৃষি অফিসার
ই-মেইলঃ uaooffice@gmail.com

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:
১। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ।
২। অফিস কপি।

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

বৃষ্টিপাতের জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

প্রকাশের তারিখ : ১৪ মার্চ ২০২৩

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আগামী ১৭ থেকে ২২ মার্চ বাংলাদেশের সকল জেলায় হালকা থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সময় কোথাও কোথাও কালবৈশাখী ঝড় হতে পারে।
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ সাপেক্ষে সকল জেলার জন্য নীচের পরামর্শসমূহ প্রদান করা হলো:

- সেচ, সার ও বালাইনাশক প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন।
- পরিপক্ক ফসল দ্রুত সংগ্রহ করে শুকনো ও নিরাপদ জায়গায় রাখুন।
- বোরো ধানে ব্যাকটেরিয়াল লীফ ব্লাইট রোগ দেখা দিতে পারে। এ রোগ থেকে ফসলকে রক্ষা করার জন্য ঝড় বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর বিঘা প্রতি ৫ কেজি পটাশ সার এবং ৩.৫ কেজি জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। তবে ধান গাছ যদি থোড় অবস্থা পার হয়ে থাকে তাহলে ১০ লিটার পানিতে ৬০ গ্রাম পটাশ সার, ৬০ গ্রাম থিওভিট এবং ২০ গ্রাম জিংক ভালোভাবে মিশ্রিত করে ৫ শতাংশ জমিতে স্প্রে করতে হবে। ঝড় বৃষ্টির পর পর ইউরিয়া সার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- জমিতে যেন পানি জমে থাকতে না পারে সেজন্য নিষ্কাশন নালা পরিষ্কার রাখুন।
- বোরো ধানের জমির আইল উঁচু করে দিন।
- দন্ডায়মান কলাগাছ, আখ ও উদ্যানতাত্বিক ফসলের জন্য খুঁটির ব্যবস্থা করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর জো অবস্থা আসলে পাট বীজ বপন করুন।

(ড. মো: শাহ কামাল খান)
প্রকল্প পরিচালক
যোগাযোগ নম্বর: ০১৭১২১৮৪২৭৪
ইমেইল: kamalmoa@gmail.com

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
সরেজমিন উইং,খামারবাড়ি, ফার্মগেট,ঢাকা-১২১৫
www.dae.gov.bd

স্মারক নংঃ ১২.১০.০০০০.০০৪.১৭.০৫৪.১২/ ৩৩৮৪ (২৮) তারিখঃ ১৪/০৩/২০২৩খ্রিঃ

বিষয় ঃ বিগত ১৩/০৩/২০২৩ খ্রি. তারিখের 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় প্রকাশিত 'এ সপ্তাহেই দেশব্যাপী কালবৈশাখীর শঙ্কা, রবিশস্য তুলে ফেলার পরামর্শ' শীর্ষক সংবাদের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ সংক্রান্ত।

উর্পযুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ১৩/০৩/২০২৩ খ্রি. তারিখের 'দৈনিক 'ইত্তেফাক' পত্রিকায় প্রকাশিত 'এ সপ্তাহেই দেশব্যাপী কালবৈশাখীর শঙ্কা, রবিশস্য তুলে ফেলার পরামর্শ' শীর্ষক সংবাদের প্রেক্ষিতে আগামী ১৫ মার্চ থেকে ১৯ মার্চের মধ্যে দেশব্যাপী শক্তিশালী কালবৈশাখীর আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা। এই সময়ে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফসলের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহন করার জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করা হলোঃ

১। যে সমস্ত ফসল পরিপক্ক ও কর্তনযোগ্য সেসব ফসল দ্রুত সংগ্রহ করার জন্য উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার মাধ্যমে কৃষকদের পরামর্শ প্রদান।
২।আম, পেয়ারা, পেপেঁসহ অন্যান্য ফলন্ত গাছে খুঁটি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেয়ার পরামর্শ প্রদান।
৩। আবহাওয়া দপ্তরের পরামর্শ অনুযায়ী শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাতের সময় নিরাপদ স্থানে অবস্থান এবং ঘরের বাহিরে না যাওয়া।
৪। দূর্যোগ পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি হলে তার তাৎক্ষনিক রিপোর্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট প্রেরন করতে হবে এবং দুর্যোগকালে সকলকে সার্বক্ষণিক কর্মস্থলে অবস্থান করতে হবে।
৫। উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের মাধ্যমে কৃষকদের আগামী ১৫ মার্চ থেকে ১৯ মার্চের মধ্যে কালবৈশাখীর আশঙ্কার সর্তকর্তামুলক তথ্য মাঠে ব্যাপক প্রচার প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী প্রস্তুত থাকা ।

সংযুক্ত ঃ পেপার কাটিং (অনুলিপিসহ)-০১(এক) পাতা।

১। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর----------(সকল) অঞ্চল। (সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে উল্লেখিত নির্দেশনাসমূহ প্রেরণের অনুরোধসহ)

১৪/৩/২৩
(মোঃ তাজুল ইসলাম পাটোয়ারী)
পরিচালক
ফোনঃ ৫৫০২৮২৭০
ই-মেইলdfsw@dae.gov.bd

অনুলিপি ঃ অবগতি/ কার্যার্থে ঃ

১। মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৪। নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা-পত্রটি ই-মেইলে প্রেরণ করার জন্য বলা হলো।

Others Forwarding

দৈনিক ইত্তেফাক সোমবার,
১৩ মার্চ ২০২৩,

আবহাওয়া

এ সপ্তাহেই দেশব্যাপী কালবৈশাখীর শঙ্কা, রবিশস্য তুলে ফেলার পরামর্শ

আনোয়ার আলদীন

চোখ রাঙাচ্ছে কালবৈশাখী ঝড়। চৈত্রের প্রথম দিন আগামী ১৫ মার্চ থেকে ১৯ মার্চের মধ্যে দেশব্যাপী শক্তিশালী কালবৈশাখীর আশঙ্কার কথা জানাচ্ছেন আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা। এই সময়ে বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ওপর দিয়ে বয়ে যেতে পারে শক্তিশালী ঝড়, শিলাবৃষ্টি ও তীব্র বজ্রপাত।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাসে চলতি মাসে প্রবল কালবৈশাখীর আঘাতের পূর্বাভাস প্রদান করা হলেও নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। গতকাল এ বিষয়ে আবহাওয়াবিদ মুহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিক জানান, আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হতে পারে। এরপর কয়েক দিন বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টিপাতের প্রবণতা থাকতে পারে।

আবহাওয়াবিদ মো. হাফিজুর রহমান বলেন, আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে দমকা বাতাস, ঝড়-বৃষ্টি কিংবা বজ্রসহ বৃষ্টি শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়া পূর্বাভাসের আন্তর্জাতিক মডেলগুলো বিশ্লেষণ করে কানাডার সাসকাচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া ও জলবায়ুবিষয়ক গবেষক মোস্তফা কামাল পলাশ জানান, ১৫ মার্চ বিকেলের পর থেকে ১৬ মার্চ সকাল ৮টার মধ্যে ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের জেলাগুলোতে শক্তিশালী কালবৈশাখী ঝড় আঘাত হানার সম্ভাবনা বেশি। ১৬ মার্চ কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মধ্য দিয়ে কালবৈশাখী ঝড় প্রবাহিত হতে পারে। সম্ভাব্য এই ঝড় ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের দিকে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ১৭ ও ১৮ মার্চ কালবৈশাখী ঝড় বাংলাদেশে প্রবেশ করার সম্ভাবনা বেশি রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ওপর দিয়ে। যা পরবর্তী সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের দিকে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই দুই দিন ব্যাপক পরিমাণের বজ্রপাত হওয়ার শঙ্কা বেশি। এই দুই দিনে সকাল ৯টার পর থেকে দুপুর ১২টার মধ্যে ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ জেলায় তীব্র বজ্রপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রংপুর বিভাগের জেলাগুলোতে এই দুই দিন তীব্র বজ্রপাতের ঝুঁকি রয়েছে। ১৮ ও ১৯ মার্চ বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের জেলাগুলোতে কালবৈশাখী ঝড়, শিলাবৃষ্টি ও তীব্র বজ্রপাতের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। ১৫ মার্চের মধ্য রাতের পর থেকে ২১ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ওপর দিয়ে শক্তিশালী কালবৈশাখী ঝড়, শিলা বৃষ্টি ও তীব্র বজ্রপাত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে।

এদিকে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কালবৈশাখী-শিলাবৃষ্টি নিয়ে চাষিদের সতর্ক করেছে। ব্রি-এর সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, দেশের কোনো কোনো জেলায় ১৫ মার্চ বুধবার থেকে কালবৈশাখী ঝড়, শিলাবৃষ্টি ও তীব্র বজ্রপাতের প্রবল শঙ্কা রয়েছে। আগামী ১৫-১৯ মার্চ দেশের অনেক জেলায় কালবৈশাখী ঝড়, শিলাবৃষ্টি ও তীব্র বজ্রপাতের প্রবল শঙ্কা রয়েছে। ১৫ মার্চ সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগে বৃষ্টি শুরু হয়ে ২১ মার্চ দুপুর পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। এ সপ্তাহে দেশের কোনো কোনো জেলায় ১৫০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে।

গবেষক মোস্তফা কামাল পলাশ বলেন, কালবৈশাখী ঝড়ের কারণে আলু ও সরিষাসহ নানা রবিশস্যর ক্ষতি হতে পারে। ফসলহানি থেকে রক্ষা পেতে দেশের কৃষকদের জন্য পরামর্শ হলো—আলু ও সরিষা তুলে ফেলার মতো হলে তা মার্চের ১৪ তারিখে মধ্যে তুলে ফেলা উচিত। সেই সঙ্গে অন্যান্য কৃষি শস্যর জন্য স্থানীয় কৃষি অফিসার বা ব্লক সুপারভাইজারদের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

তিনি বলেন, আগামী সপ্তাহে আবহাওয়াসম্পর্কিত অনেকগুলো সূচক যেমন : ব্যাপক শক্তিশালী জেট স্ট্রিম, মেসন-জুলিয়ান দোলন ও আফ্রিকা মহাদেশের পূর্ব উপকূলে আঘাত করা ঘূর্ণিঝড় ফ্রিডি ইত্যাদি ভারত উপমহাদেশের ওপর এক সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রায় সপ্তাহব্যাপী এই বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক ও বিশেষজ্ঞ কমিটির চেয়ারম্যান মো. আজিজুর রহমান জানান, মার্চ মাসে দেশে দুই-তিন দিন বজ্র ও শিলাবৃষ্টিসহ হালকা বা মাঝারি ধরনের এবং এক দিন তীব্র কালবৈশাখী ঝড় হওয়ার শঙ্কা রয়েছে।

৪ জেলায় মৌসুমের প্রথম তাপপ্রবাহ

বসন্তের প্রথম মাস সমাপ্ত না হতেই দেশের চার জেলায় শুরু হয়েছে মৃদু তাপপ্রবাহ। আগামী দিনগুলোতে তাপমাত্রা আরো বাড়তে ও তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে। একই সঙ্গে ক্রমেই ঝড়-বৃষ্টির প্রবণতা বাড়তে পারে বলেও জানিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর।

আবহাওয়াবিদ মুহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিক জানান, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, কক্সবাজার ও সিলেট জেলার ওপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে। গতকাল রোববার দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল সীতাকুণ্ড ও রাঙামাটিতে। এছাড়া সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সিলেটে ৩৬, কক্সবাজারের ৩৬, টেকনাফের ৩৬ দশমিক ৪ এবং বান্দরবানে ৩৬ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল। ঢাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এটি চলতি মৌসুমের প্রথম তাপপ্রবাহ। আজ সোমবার অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।

গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশ সরকার
কৃষিসম্প্রসারণঅধিদপ্তর
সরেজমিন উইং, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
www.dae.gov.bd

স্মারক নং-১২.১০.০০০০.০০৪.১৭.০৫৪.১২/৬৬৭৬(২১)

তারিখঃ ১৩/০৩/২০২৩খ্রি.

কার্যার্থেঃ

১। অতিরিক্ত পরিচালক,কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, --------অঞ্চল (সকল)।

পত্রের মর্মানুযায়ী জরুরীভিত্তিতে সর্তকতামূলক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

১৩/৩/২০

পরিচালক
ফোনঃ ৪৮১১৭৩৪০
ই-মেইলdfew@dae.gov.bd